চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

তারিখ:১৫.১২.২০২৫

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

মশা নিধনে প্রতিটি ওয়ার্ডে ক্রাশ প্রোগ্রাম চালানো হবে : মেয়র ডা. শাহাদাত

ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়াসহ মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে চট্টগ্রাম নগরজুড়ে বিশেষ মশক নিধন ক্রাশ প্রোগ্রাম পরিচালনা করছে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন (চসিক)। এ কার্যক্রমের আওতায় নগরীর প্রতিটি ওয়ার্ডে ধারাবাহিকভাবে মশক নিধন অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন চট্টগ্রাম সিটি মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের উদ্যোগে ১৭ নম্বর পশ্চিম বাকলিয়া ওয়ার্ডে আয়োজিত মশক নিধন ক্রাশ প্রোগ্রাম অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেয়র এসব কথা বলেন।মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, নগরবাসীর স্বাস্থ্য সুরক্ষায় মশাবাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়ার ঝুঁকি মোকাবেলায় প্রতিটি ওয়ার্ডে বিশেষ ক্রাশ প্রোগ্রাম পরিচালনা করা হবে। মশা নিয়ন্ত্রণে আমরা আমেরিকা থেকে বিটিআই নামের একটি অত্যন্ত কার্যকর মশার লার্ভা নিধক ঔষধ পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহার করে বেশ ভাল ফল পাচ্ছি। এছাড়া, আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাদের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে ওয়ার্ডভিত্তিক মশক নিধন কার্যক্রম মনিটরিং করতে। স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট , এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট এবং ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে প্রয়োজনে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে কারো গাফিলতির কারণে জমাটবদ্ধ পানিতে মশা জন্মালে জরিমানাসহ আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়ার জন্য। প্রয়োজন অনুযায়ী লোকবল, যন্ত্রপাতি ও কীটনাশক ব্যবহারের মাধ্যমে মশার লার্ভা ও পূর্ণাঙ্গ মশা নিধনে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। তবে শুধু সিটি করপোরেশনের উদ্যোগ যথেষ্ট নয়; নাগরিকদের সচেতনতা ও সম্মিলিত অংশগ্রহণ অপরিহার্য। মেয়র বলেন, নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা, পানি জমতে পারে এমন পাত্র উল্টে রাখা বা ঢেকে রাখা এবং আশপাশের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখলে ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়ার ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনা সম্ভব। এ ক্ষেত্রে ওয়ার্ডভিত্তিক জনপ্রতিনিধি, সামাজিক সংগঠন ও সাধারণ জনগণের সম্মিলিত উদ্যোগ প্রয়োজন। তিনি নগরবাসীকে নিজ নিজ বাসাবাড়ির ছাদ, ফুলের টব, পরিত্যক্ত টায়ার, ড্রাম, পানির ট্যাংক, ফ্রিজের ট্রে ও আশপাশের খোলা জায়গায় তিন দিনের বেশি পানি জমে থাকতে না দেওয়ার আহ্বান জানান। এসময় উপস্থিত ছিলেন চসিকের প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা ক্যাপ্টেন ইখতিয়ার উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, সংশ্লিষ্ট জোন কর্মকর্তা জাহেদুল্লাহ রাশেদ, আবু তাহেরসহ মশক নিয়ন্ত্রণ শাখার সুপারভাইজার ও কর্মচারীবৃন্দ। অনুষ্ঠান শেষে মেয়র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে নিয়ে ১৭ নং পশ্চিম বাকলিয়া ওয়ার্ডে মশক নিধন ও পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিদর্শন করেন এবং অভিযান আরও জোরদার করার জন্য প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

স্পন্সরশীপ গ্র্যাজুয়েশন অনুষ্ঠানে অংশীজনদের ঐক্যবদ্ধ অঙ্গীকার

চট্টগ্রাম নগরীর সিলভার প্যালেস কমিউনিটি সেন্টারে ব্রাইট বাংলাদেশ ফোরামের উদ্যোগে এবং একশনএইড বাংলাদেশের সহযোগিতায় এক বর্ণাঢ্য স্পন্সরশীপ গ্র্যাজুয়েশন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে স্পন্সরশীপ প্রোগ্রাম থেকে উত্তীর্ণ শিশু ও তরুণদের সাফল্য উদযাপন এবং ভবিষ্যৎ পথচলায় সহায়তার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র ডাঃ শাহাদাত হোসাইন। সভাপতিত্ব করেন ব্রাইট বাংলাদেশ ফোরামের প্রধান নির্বাহী উৎপল বড়ুয়া। প্রধান অতিথির বক্তব্যে সিটি মেয়র ডাঃ শাহাদাত হোসাইন বলেন, > “শিশুদের শিক্ষা, দক্ষতা ও নেতৃত্বে বিনিয়োগই একটি টেকসই ও মানবিক নগর গড়ার মূল চাবিকাঠি। স্পন্সরশীপ প্রোগ্রামের মাধ্যমে যে আত্মবিশ্বাস ও সক্ষমতা তৈরি হচ্ছে, তা আগামী দিনের নেতৃত্ব তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।” সভাপতির বক্তব্যে ব্রাইট বাংলাদেশ ফোরামের প্রধান নির্বাহী উৎপল বড়ুয়া বলেন, > “এই গ্র্যাজুয়েশন শুধু একটি অনুষ্ঠানের সমাপ্তি নয়, বরং শিশুদের জন্য একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা। আমরা বিশ্বাস করি—সমর্থন ও সুযোগ পেলে প্রতিটি শিশুই সমাজ পরিবর্তনের শক্তিতে পরিণত হতে পারে।” বিশেষ অতিথি ও প্যানেল আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন চট্টগ্রাম যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিচালক জনাব আবুল বাশার, জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা জনাব মোসলেহ উদ্দিন, একশনইড বাংলাদেশ এর স্পন্সরশীপ ম্যানেজার আবদুল্লাহ আল মামুন, সিনিয়র অফিসার মো: হানিফ, ব্রাইট বাংলাদেশ ফোরামের ডিরেক্টর নাসরিন সুলতানা খানম, লোকাল রাইটস প্রোগামের ম্যানেজার রিদুয়ানুল হাকীম রিয়াদ, ১৯ ও ৩৫ নং ওয়ার্ডের সচিববৃন্দ, সিএসও হাবের সাধারণ সম্পাদক আলী আশরাফ আজগরীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার প্রতিনিধিরা।প্যানেল আলোচনায় জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা মোসলেহ উদ্দিন বলেন, > “শিশু সুরক্ষা ও উন্নয়নে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগের সমন্বয় অত্যন্ত জরুরি। এই ধরনের প্রোগ্রাম শিশুদের অধিকার বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা রাখছে অনুষ্ঠানে স্পন্সর শিশু ও তরুণরা তাদের অভিজ্ঞতা ও ভবিষ্যৎ স্বপ্ন তুলে ধরেন। বক্তারা জানান, অংশীজনদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে শিশুদের শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন ও নিরাপদ ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করা সম্ভব।

মনোরেলের মাধ্যমে চট্টগ্রামকে যানজটমুক্ত করা হবে: মেয়র ডা. শাহাদাত

চট্টগ্রাম নগরের যানজট নিরসনে মনোরেল প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ফলোআপ মিটিং অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার সকাল ৩ টা থেকে ৪টা পর্যন্ত টাইগারপাস্থ চসিক কার্যালয়ে এ উপলক্ষে এক সভা হয়। সভায় চট্টগ্রাম সিটি মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেনের সাথে প্রকল্পের অগ্রগতি এবং করণীয় বিষয়ে গ্রেটার চিটাগাং ইকোনমিক ফোরামের প্রেসিডেন্ট আমীর হুমায়ুন মাহমুদ চৌধুরী এবং আরব কন্ট্রাক্টরস ও ওরাসকম পেনিনসুলা কনসোর্টিয়ামের প্রধান প্রতিনিধি কাউসার আলম চৌধুরী আলোচনা করেন। সভায় অনলাইনে সংযুক্ত ছিলেন আরব কন্ট্রাক্টরস ও ওরাসকম পেনিনসুলা কনসোর্টিয়ামের কর্মকর্তাবৃন্দ। এসময় মেয়র বলেন, চট্টগ্রাম শহরকে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক রাজধানী এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের হাব হিসেবে গড়ে তুলতে হলে যানজট ও পরিবহন সংকটের সমাধান করতে হবে। এজন্য মনোরেল একটি আধুনিক ও পরিবেশবান্ধব সমাধান। মনোরেল নির্মাণের জন্য আমরা ইতোমধ্যে সমঝোতা স্মারক চুক্তি স্বাক্ষর করেছি এবং প্রকল্পের ফিল্ড সার্ভে শুরু হয়েছে। পূর্ণাঙ্গ সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের প্রতিবেদনের আলোকে মনোরেলের ডিপো গড়ে তোলা হবে। সবগুলো সংস্থার সহযোগিতায় প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হবে। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন চসিকের ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও সচিব মো. আশরাফুল আমিন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোহাম্মদ শাহীন-উল ইসলাম চৌধুরী, আবু সাদাত তৈয়ব, দ্যা আরব কন্টাক্টরসের ইঞ্জিনিয়ার এম ডি লুবনা শাটলা প্রমুখ। সভায় জানানো হয় আরব কনস্ট্রাকশন লিমিটেড (Arab Construction Ltd.) মনোরেল প্রকল্পের পাশাপাশি আরও বৃহৎ পরিসরের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পে বিনিয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এর মধ্যে এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, বড় আকারের হাইওয়ে ও সড়ক অবকাঠামো উন্নয়নসহ বিভিন্ন মেগা প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই আগ্রহের প্রেক্ষিতে সম্ভাব্য বিনিয়োগ ও সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলো সরেজমিনে পর্যালোচনার জন্য প্রতিষ্ঠানটির একটি উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধি দল শিগগিরই বাংলাদেশ সফরে আসবে।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮